প্রকাশিত হয়েছে---

শ্রী হীরেন সিংহরায়ের

জীবন কি ?

বিজলী সিনা

১০,এন. এন. দত্ত রোড,
রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-
৭০০০৪০

Post Regd.No. BDN/WB/71 Bengali Fortnightly
Regd.No. R.N. 32691/76

সংস্কৃতি সংবাদ

SANSKRITI SANGBAD

পাক্ষিক পত্রিকা

২৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা ঃ ৩০ কার্তিক ১৪০৭ ঃ মূল্য ১টাকা

26th. Year & 22nd Issue : 16th November.2000

Ph. No. 87819
S.T.D —03452

কৃষি মঙ্গল

প্রোঃ - মনোজ দাস

দেশী ও বিদেশী হাইব্রিড কপি, টমেটো, ক্যাপসিয়াম, আম, কলা(টিস্যু), বিভিন্ন মৌসুমী ফুল ও ফলের চারা গাছ পাওয়া যায়। মাদার সীড আলু বীজ ও ধান বীজ পাওয়া যায়।

শুঁড়ে কালনা (বাজার)
বর্ধমান

একটি নদীর পুনর্জন্ম ঃ অষ্ট্রেলিয়ার স্নোয়ি এবং তা থেকে আমাদের কি শেখার আছে ?

ডঃ কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত
ভূগোল বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

'He hails from snowy river,
up by Koscisko's side, where the
hills are twice as steep and twice as
rough, where horse's hoofs strike fire-
light from the flintstones every stride.
The man that holds his own
is good enough .'

'The man from Snowy
river' by
A.B.(Banjo) Pattison.

প্রেক্ষাপট

বাঙালীর শরৎ চন্দ্রের মত ব্যাঞ্জো প্যাটিসন অষ্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। আর আমরা যেমন 'শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ 'পড়ে বড় হই, তেমনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিটি ছেলে মেয়ে 'ম্যান ফ্রম স্নোয়ি রিভার' পড়ে বড় হয়। ব্যাঞ্জো প্যাটিসন 'আসল' অষ্ট্রেলিয়ার কথা বলেন-- মাইলের পর মাইল বিস্তৃত জ্বলন্ত শুকনো সমতলভূমি-- অষ্ট্রেলিয়ার আউট ব্যাক (Outback) যেখানে টিকে থাকা প্রতি মুহূর্তের লড়াই। তার থেকেও কঠিন ও বন্যভূমির কথা এই কবিতায় প্যাটিসন্ বলেছেন। ভারতের প্রায় দুগুণ আয়তনের এই দেশ, তার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর দক্ষিণপূর্ব কোণে, রাজধানী ক্যানবেরার প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে স্নোয়ি পর্বত। এদেশের শীতকাল, জুন-আগস্ট মাসে বরফে ঢেকে থাকে, খাঁড়া উঁচু পাহাড়, বহু বিচিত্র পশুপাখি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল এই স্নোয়ি। এই ভূমি থেকে যে মানুষ আসে সে মানুষের মত মানুষ বই কি। স্নোয়ি পর্বত, স্নোয়ি নদী, আর নদীর সেই দুঃসাহসী মানুষটি অষ্ট্রেলিয়ার জনচেতনায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ভারতের যেমন গঙ্গা। কিংবা রাশিয়ার ভলগা। এ একপ্রতীকি নদী; অষ্ট্রেলিয়া বলতে স্নোয়ি নদী, স্নোয়ি নদী আবার অষ্ট্রেলিয়ার কঠিন, দুরন্ত রূপ। স্নোয়ি হল অষ্ট্রেলিয়ার 'আইকন' (icon) যেন প্রতিমূর্তি।

এ হেন নদী কিভাবে মরে গেল, মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে। চওড়া, স্বচ্ছ-বরফগোলা জলে ভরা নদী থেকে পরিণত হল শুকনো এক ফোঁটা জলে, নদীর বুক ভরে গেল আগাছায়। মূল স্রোতের এক শতাংশ টিকে রইল কোনোমতে। নদীর ধারের জেলে আর জঙ্গলে মানুষগুলো দেখল যে তাদের 'মাইটি স্নোয়ি'-- শক্তিশালী স্নোয়িকে আর চেনাই যায় না।

অষ্ট্রেলিয়া এত শুকনো দেশ, সেখানে নদী কি ? মাটিতে কতকগুলো গর্ত, সামান্য ভাঁজ, সামান্য ঢেউ-খেলানো জমি - জলের চিহ্নমাত্র নেই তাতে। স্নোয়ি ছিল তার মধ্যে আলাদা, স্নোয়ি পর্বতের উঁচু চূড়াগুলোতে বছরে ৩৪০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়, ১৪০০ মিটার উচ্চতার ওপরে বেশীরভাগই তুষার। শীতের শেষে বসন্তে এই বরফ গলতে শুরু করে নভেম্বরের শেষের দিকে শেষ হয়ে যায়। স্নোয়ি, ইউকামবেন, মারে ও মারামবিজি নদী এই বরফগলা জল নীচের দিকে নিয়ে আসতো। ফেব্রুয়ারী-মার্চে নদীগুলোতে জলের স্রোত খুবই কমে যায়, তবে বড় ধরনের ঝড় বৃষ্টিতে বছরের যে কোন সময়ে হঠাৎ বন্যা (flash flood) হতো।

ইউরোপীয়রা এই অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে পৌঁছতে চেষ্টা করে। ১৮২৩ সালে নৌবাহিনীর এক অফিসার ক্যাপ্টেন মার্ক কারি (Mark Currie) জর্জ হ্রদ থেকে দক্ষিণদিকে যাত্রা করে পার্বত্যভূমিতে পৌঁছান। আজ সেখানে কুমা(Cooma) শহর, সে অবধি পৌঁছেছিলেন কারি। এর পরে কাউন্ট জ্রেলেকি(Ztrzelecki) অষ্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছান এবং পোল্যান্ডের এক বীরের নামে তার নামকরন করেন 'মাউন্ট কোজিয়ুস্কো' (Mount Kosciuszko - বানানটিতে প্রথমে ' z ' ছিল না, পরে এটি যুক্ত হয়।)।

১৮৬০ সালের মধ্যে এই পর্বত অঞ্চল 'সোনা জ্বরে(Gold Fever) আক্রান্ত হয় । এখানকার কিয়াড্রা শহরে পোলক ভাইয়েরা সোনা খুঁজে পাবার পরে এখানে দলে দলে বাইরের মানুষ আসতে থাকে। দুর্গম এলাকা, রাস্তার অভাব, তীব্র শীত - তা সত্বেও কিয়াড্রার জনসংখ্যা কয়েক মাসের মধ্যেই পনেরো হাজার ছাড়িয়ে যায়। বয়েকজন ভাগ্যবান মাটি খুঁড়ে সোনা পেয়েছিলেন বই কি; তবে তা দ্রুত শেষও হয়ে যায়। ১৮৬১-র শেষে মাত্র ৩০০ জন মানুষ থাকে কিয়াড্রায়।

এছাড়া মানুষের হস্তক্ষেপ হয়েছিল ১৯৪৪ সালে, স্নোয়ি পর্বতের অদ্বিতীয় পরিবেশগত বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর সরকার কোজিয়ুস্কো স্টেট পার্ক স্থাপন করে। পরে তাকে কোজিয়ুস্কো ন্যাশনাল পার্ক আখ্যা দেওয়া হয়, ধীরে ধীরে পশুচারণ বন্ধ করা হয়, এবং ১৯৬৯ থেকে পুরো এলাকার মাটি সংরক্ষণের জন্য নানা প্রকল্প নেওয়া হয়।

কিন্তু এর থেকেও আমরা স্নোয়ি নদীর মৃত্যু কিভাবে হল তা জানতে পারি না। একটি নদী কিভাবে মরে যায়, তা জানতে হলে আমাদের বুঝতে হবে শুকনো দেশের মানুষ জল-কে কিভাবে 'উপকরণ' হিসাবে দেখে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সহায়তায় সে কিভাবে প্রকৃতির উপরে নিজের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

স্নোয়ি মাউন্টেন স্কীমের ইতিহাস

অষ্ট্রেলিয়া মূলত কৃষি প্রধান দেশ। ইউরোপের নানা দেশ থেকে মানুষ এসে এদেশকে নিজের ঘর করে তুলেছে। ইউরোপের যে প্রকৃতির সঙ্গে তারা পরিচিত, এদেশের প্রকৃতি তার চেয়ে অন্যরকম, ভয়ঙ্কর - নিষ্ঠুর - বন্য। এদেশের আদিবাসী নানা গোষ্ঠীর মানুষ প্রায় চল্লিশ হাজার বছরেরও বেশি কাল অষ্ট্রেলিয়ার প্রকৃতির সঙ্গে গাপ খাইয়ে, জলভাবকে মেনে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে দিন কাটিয়েছে। ইউরোপীয়রা যেমন এই মানুষগুলিকে নির্মমভাবে মেরে ধরে হটিয়ে দিয়েছে, তেমনি এই প্রকৃতিকে কিভাবে নিজের কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা করেছে।

স্নোয়ি পর্বতের বরফগলা জলকে সেচ ও বিদ্যুত উৎপাদনের ব্যবহারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নানা ধরনের চেষ্টা চলেছে। এটা - সেটা প্রস্তাবের শেষে 1946 সালে কমনওয়েলথ সরকার (এদেশের কেন্দ্রীয় সরকার), ভিকটোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস - এই দুই রাজ্যের সরকার একত্রে চুক্তি করেন যে স্নোয়ি এবং তার প্রধান শাখানদী ইউকামবেনের জল পূর্ব দিকে বইবার বদলে এখন থেকে পশ্চিমদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমদিকে দেশের ভিতরের শুকনো অঞ্চলগুলোতে জলবিদ্যুৎ ও সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের জুলাই-তে 'স্নোয়ি মাউন্টেনস্ হাইড্রো- ইলেকট্রিক পাওয়ার' আইন পাশ হল, এবং সে বছরের ১৭ই অকটোবর্ থেকে নির্মানের কাজ শুরু হল। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বিদ্যুত প্রকল্প চালু হল এবং ১৯৭৪ সালে পুরো স্কীমটি সম্পূর্ন হল। এতে পুরো খরচ হয় ৮,২১০ লক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান ডলার (বর্তমানের হারে ২,০৫২ কোটি ভারতীয় টাকার সমান) - এর বেশির ভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋন হিসাবে পাওয়া।

দেখা যাচ্ছে ন্যাশনাল পার্ক হিসাবে ঘোষিত হবার আগেই স্নোয়ি মাউন্টেন স্কীমের বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই স্কীম নদীর জলকে নিয়ন্ত্রিতভাবে সংগ্রহ, আধারকরন ও ঘুরিয়ে দেবার কাজ শুরু করে। এই স্কীমের অন্তর্গত হল বাঁধ, জলাধার, অ্যাকোয়াডাক্ট্ (জল যাবার নালীপথ) এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে জল যাবার টানেলের এক সুসমৃদ্ধ সিস্টেম। প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার উপর এই প্রকল্প অবস্থিত - ১৬ টি বড় বাঁধ ,১৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পরস্পর সংযুক্ত টানেল, এবং ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ অ্যাকোয়াডাক্ট্ যা সাতটি বিদ্যুত কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে চলে - এই প্রকল্পের অংশ। নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করেই এই স্কীমের কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল - ভূতত্ত্ব, হাইড্রোলজি প্রভৃতি সমীক্ষা ভালোমতই হয়েছিল। তবে কি, এই স্কীমের থেকে পরিবেশের ক্ষতি কিভাবে হতে পারে, তা জানার চেষ্টা ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে ইঞ্জিনিয়ারদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবার। যেমন ১৯৫০ সালে এক গরিষ্ঠ সার্ভেয়ার বলেন, 'স্নোয়ি পর্বতের গভীর উপত্যকার খাতগুলি একবার জলে ভরে দিতে পারলে বন্য প্রকৃতি বিজিত হবে, পর্বতগুলো পোষ মানবে এবং মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজে চিরকাল বাধ্য হবে'। এই উক্তির মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগর্বী মানুষের দর্প, অহংকার ও রক্ষতা। প্যাটিসনের ' ম্যান ফ্রম স্নোয়ি রিভার' - অসাধ্যসাধন করেছিল - কিন্তু তার হস্তক্ষেপ ছিল স্নোয়ি স্কীমের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, পালিয়ে - যাওয়া বুনো ঘোড়াকে বন থেকে ফিরিয়ে আনার মধ্যেই সীমিত ছিল তার বীরত্ব। স্নোয়ি স্কীম বিপুলায়তনে, বিপুল ব্যয়ে, বিপুল পরিশ্রমে আরেক অসাধ্য সাধন করল। তাতে মারা গেল স্নোয়ি নদী নিজেই। অষ্ট্রেলিয়ার একটি 'আইকন'

এরপর দুয়ের পাতায়

সম্পাদকীয়

" মানুষের চিন্তা বহুমাত্রিক, একমুখী নয় "

কথাটা কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু আমাকে শুনিয়েছিলেন শ্রী কামাক্ষ্যা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। যুগে যুগে সমাজে ও জীবনে সমস্যার - ধরণ রূপ পরিবর্তন করে করে আসছে, আর মানুষও সমাধান করছে নিজের বুদ্ধি মত, সাধ্য মত।

বিশ্ব প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, তার ঘটনা প্রবাহের এক বা একাধিকপ্রভাব আছে, সে সবের সঙ্গে লড়াই করেছে আজ মানুষ তার সংখ্যা ও গড় আয়ু বাড়িয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের বাড়াবাড়ি কাম্য নয়, বরং তার বিরোধীতাই প্রয়োজন, কিন্তু নিজের চাহিদা সীমিত না করে প্রযুক্তিকে দূরে ঠেকাবো কি দিয়ে! শুধু চাই আরো চাই, আরো বাঁধ, আরো জল, আরো খাদ্য,-- সংযম কই, আত্ম-সংযম ? কিছুই কিছু নয়, বাহির পানে হাত বাড়িয়ে থাকলে বাহির-ই একদিন সকলকেই বাহিরে পাঠাবে, আবার হয়তো এক/দু লক্ষ বছর পরে অন্য এক জীব খুঁজে পাবে আমাদের দেহের অস্থ।

ভূ-পৃষ্ঠের ইতিহাস তো তাই।

কেউ কেউ বলছেন, পিছনোর আর কোন পথ নাই।

নাই তো বটেই। পড়ন্ত বস্তুর গতি যে বাড়বেই। আসলে আমরা সবাই নিয়তির দাস!

কি অবৈজ্ঞানিক ও অমেরুদণ্ডীয় কথা।

ছিল এই নদী, তার জায়গা নিল অন্য একটি আইকন - 'স্নোয়ি মাউন্টেন্স্ স্কীম', সারা দেশ থেকে মানুষ দেখতে আসে এর জলাধার গুলো, এর বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলো, আর মানুষের কেরামতি দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়াতে আজ পর্যন্ত যত বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, স্নোয়ি তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। । জাতীয় চেতনায় স্নোয়ি প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা নিয়ে আছে - অস্ট্রেলিয়ার অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে অজানা দেশের অচেনা প্রকৃতিকে জয় করা, অসাধ্য সাধন করার প্রতিমূর্তি হিসাবে গড়ে উঠেছে এই স্কীম। 'হিরোয়িক' - 'ভিশনারি'- এ ধরনের শব্দ ব্যবহার হয় স্নোয়ি স্কীমের প্রসঙ্গে। সিডনি - এ দেশের চোখের মনি শহর, তার রাস্তায় আলো জ্বলে স্নোয়ি স্কীমের মাধ্যমে। এদেশের রাজধানী ক্যানবেরা, অন্য বড় শহর মেলবোর্ন বা অ্যাডিলেইড তো বটেই।

শুধু তাই নয়, আজকের 'বহুসাংস্কৃতিক' (multicultural) অস্ট্রেলিয়ার জন্মস্থানও এই স্নোয়ি স্কীম। এই বিশাল প্রকল্পের কাজ যখন শুরু হয়, তখন ইউরোপের গরীব দেশগুলো যেমন আয়ারল্যান্ড, গ্রীস, ইটালি থেকে বহু শ্রমিক এসেছিল এই রুক্ষ-শুষ্ক-শীতল এলাকায় কাজ করতে। কালক্রমে এরা পরিবারসহ এখানে থেকে গেছে, এবং অস্ট্রেলিয়ার জনসমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যমতে এসবই সরকার ও সমাজবিজ্ঞানীদের 'মিথ-মেকিং' স্নোয়ি স্কীমকে ঘিরে। যেমন ভারতে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পকে ঘিরে অসংখ্য কল্পকাহিনী রচিত হয়েছে। দেখতে হবে যে এসব গল্প কে লিখছেন, কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ভারতে যেমন ডি.ভি.সি.-র প্রচারযন্ত্র সর্বদা কাজ করছে -- ' পায়োনীয়ার' বা 'অগ্রদূত' বলে আখ্যা দিচ্ছে তাকে, 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বা 'মহানপ্রকল্প' বলছে, অস্ট্রেলিয়াতেও তা চলছে বই কি। এই বিরাট প্রচার-প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য আদিবাসী-গরীব মানুষের কণ্ঠস্বর, এমনকী নদীর ধারাও।

স্নোয়ী স্কীম বিষয়ে কিছু কথা

স্নোয়ী স্কীমের জলাধারগুলোর জল দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় -- প্রথমে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এরপর তা মারে এবং টিউমুট নদীদুটির মধ্য দিয়ে স্নোয়ী পর্বতের পশ্চিমদিকের অংশে প্রবাহিত করা হয় যাতে কিছু সেচ হয় । এছাড়া জলাধারের জল মারে এবং মারামবিজি নদীর ব্যবস্থাপনার কাজে লাগে; শুকনো কালে নদীগুলোর স্রোত বাড়াতে এবং বন্যার সময়ে জলের পরিমাণ কমাতে। এছাড়া স্নোয়ী স্কীমের জল স্থানীয় শহরগুলোতে পৌর জল সরবরাহ, আমোদপ্রমোদ ভ্রমণ, মারে নদীর লবণাক্ত কমাতে এবং পশুপালনের জন্য জল সরবরাহের কাজে লাগে।

জলবিদ্যুৎ: স্নোয়ী মাউন্টেন হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কীমের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩,৭৫৬ মেগাওয়াট। এটি দক্ষিণপূর্ব অস্ট্রেলিয়ার মোট উৎপাদন ক্ষমতার ১৭ শতাংশ এবং এলাকার মোট চাহিদার ১০ শতাংশ মেটায়। দেশের মোট-এনার্জি-চাহিদার ৫ শতাংশ আসে স্নোয়ী প্রকল্প থেকে। অস্ট্রেলিয়া রাজধানী এলাকা (ক্যাপিটাল টেরিটরি), নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ভিক্টোরিয়া-- এই তিন রাজ্যের মধ্যবর্তী অবস্থান স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। এটিকে করপোরেটে পরিণত করা হয়েছে-- বাণিজ্যিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রির কোম্পানি হয়ে উঠেছে স্নোয়ি। অস্ট্রেলিয়া 'জাতীয় বিদ্যুৎ বাজারে' (ন্যাশানাল ইলেকট্রিসিটি মার্কেটে) খোলা প্রতিযোগিতা এই ভাবে বেড়েছে, অন্যদিকে 'পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ' গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে পরিবেশের মান বজায় রাখছে।

সেচের জল: প্রতি বছরে স্নোয়ি স্কীম মারে এবং মারামবিজি নদীতে নির্দিষ্ট পরিমানে জল ছাড়ে (১২০০ গিগালিটার এবং ১২১০ গিগালিটার যথাক্রমে)-- এই জলের অর্ধেকই স্নোয়ি নদীর উচ্চ অববাহিকা থেকে আসে। এই জলের ওপরে নির্ভর করে এসব নদীর উপত্যকা অঞ্চলে সেচ নির্ভর চাষ বাস গড়ে উঠেছে। শুকনো কালে মারে নদীর ৩৩ ভাগ প্রবাহ স্নোয়ি স্কীম থেকে আসে, মারামবিজির ক্ষেত্রে আরো বেশী, ৬০ শতাংশ। জল সরবরাহের এই নিশ্চয়তার ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এ এলাকার প্রায় ২৫--৩০ ভাগ কৃষি উৎপাদন, আয় এবং কর্ম নিযুক্তি। অর্থাৎ সব দিক থেকেই এটি একটি সফল প্রকল্প। আর প্রকল্পের এই সাফল্য ডেকে এনেছে নদীর মৃত্যু।

স্নোয়ি স্কীমের পরিবেশগত অভিঘাত : অনুসন্ধান

বিশালায়তনের এই প্রকল্পে পরিবেশগত অভিঘাতও যে বিপুল হবে, তাতে সন্দেহ নেই। পঞ্চাশ বছর আগে যখন এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়, তখন প্রযুক্তিক - অর্থনৈতিক - আইনগত দিকগুলিকে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছিল, পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ান (Environmental Impact Assessment) তখনকার দিনে জানা ছিল না। পরবর্তীকালে স্নোয়ি স্কীমের ওপরে গবেষণা হয়েছে এবং পরিবেশের ওপরে খারাপ প্রভাবগুলি নিয়ে জনমত গড়ে উঠেছে।

বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে যেক্ষেত্রে স্নোয়ি নদীর স্রোত কমে গেছে মারাত্মকভাবে, সেক্ষেত্রে টুমা, গিহি এবং টিউমুট নদীগুলোর খাতে জলের পরিমান দারুন বেড়ে গেছে। এর ফলে নদীর পারগুলো প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এদের গতিপথ বদলাতে শুরু করবে। এছাড়া জলাধার থেকে যখন-তখন জল ছাড়ার ফলে নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ বদলে গেছে। বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে নদীতে বেশী বা কম জল থাকার কথা, সেখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সারা বছরই অল্প অল্প জল ছাড়া হচ্ছে এবং নদীতে 'সামান্য প্রবাহ' হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এর ফলে ছোটোখাটো বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু বড় ধরনের বন্যা স্কীম শুরু হবার আগে যেমন হত, তেমন-ই হয়। নদীর জল এখন আগের চেয়ে অগভীর, ধীরে বওয়া এবং গ্রীষ্মে তুলনামূলকভাবে বেশী গরম। আবার কখনও কখনও হঠাৎ করে বাঁধ থেকে ঠান্ডা জল অনেকটা একসঙ্গে ছাড়া হচ্ছে। এর ফলে জলজ প্রানীও উদ্ভিদের পক্ষে বাঁচা মুশকিল হয়ে পড়েছে। বন্যা আগাছা এসে প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে সরিয়ে দিচ্ছে এবং নদীখাতের প্রকৃতিক রূপ বদলে দিচ্ছে। জলের গুণমান বিষয়েও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে স্নোয়ি নদীর জল আগের চেয়ে অনেক বেশী লবণাক্ত হয়ে উঠেছে। নদীর ওপর দিকে, যেখানে জলের স্রোত খুবই কম, সেখানে মাঝে মাঝে প্রচুর অ্যালগী-জাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়। জলের অভাবে মাছ কমে গেছে, মাছের বৈচিত্র ও সংখ্যা দুই-ই। সর্বোপরি স্নোয়ি ও মারামবিজির নদীর দিকে ছিল এক বিস্তৃত জলাজমি। নদীর স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়াতে এই জলাজমি বেশ খানিকটা শুকিয়ে গেছে।

এ ধরনের প্রসঙ্গ উত্থিত হয়ে থাকায় ভিক্টোরিয়া-নিউ সাউথ ওয়েলস- কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্নোয়ি জল অনুসন্ধান' (Snowy water Inquiry)। এই অনুসন্ধান স্বাধীনভাবে এই স্কীমকে ঘিরে জলসংক্রান্ত যেসব বিষয় উঠেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে পরিবেশগত দিকগুলিকে কিভাবে ভারসাম্যে আনা যায়। ফলে নদীর ওপরে, নদীখাতের ওপরে, নদীর বাস্তুতন্ত্রের ওপরে, স্নোয়ি নদীর নিম্ন উপত্যকার ওপরে এবং সর্বোপরি স্নোয়ি নদীতে স্বাভাবিক প্রবাহ আবার কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়-- এগুলো ছিল স্নোয়ি ওয়াটার ইনকুইরি-র মূল বিচার্য বিষয়। স্নোয়িতে জলের পরিমাণ বাড়ালে মারে-মারামবিজিতে সেচের উদ্দেশ্যে জলের প্রাপ্যতা কমবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মাছের চাষ ও ট্রাউট মাছ ধরাকে ঘিরে যে ট্যুরিজম শিল্প গড়ে উঠেছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে,এবং স্নোয়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেবে। এই ইনকুইরি-তে বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও স্থানীয় মানুষেরা, পরিবেশ বিষয়ে উৎসাহী যে কোনো ব্যক্তি তাঁর মন্তব্য ও মতামত দেবার অধিকার ছিল। সব মিলে ২৩টি বিকল্প পথ তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন স্নোয়ি পুনরুদ্ধারের জন্য।

অক্টোবর ১৯৯৮-র শেষ দিকে স্নোয়ি জল অনুসন্ধান তাঁদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এতে বলা হয় যে জিন্দাবাইন বাঁধের নীচে স্নোয়ি নদীতে মূল স্রোতের ২৮ শতাংশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এতে সেচ ও চাষ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশগত দিক থেকে বিপুল লাভ হবে। আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসেবে অঙ্কটা এরকম : লাভ ৪৮০ লক্ষ ডলার(২১৬ কোটি টাকা প্রায়) এবং ক্ষতি হল ১৯৪০ লক্ষ ডলার(৮৭৩ কোটি টাকা প্রায়)। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে লাভটি হবে, যার পরিমাপ অঙ্কের হিসেবে কর যায় না, তা হল স্নোয়ি নদীর পুনর্জন্ম। 'ছুড়ে ফেলে দেওয়া' (Throughaway river) এই নদীকে আবার প্রাণ দেওয়া যাবে, আগের মত সবটা না হলেও কিছুটা তো বটেই। এই অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক, সরকারী অফিসার, পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এবং সাধারণ মানুষ আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন যাতে একটা ঐক্যমতে পৌঁছানো যায়। শেষ অবধি তার ফল ফলেছে গত ৬ই অক্টোবর দুপুরে নিউ সাউথ ওয়েলস ও ভিক্টোরিয়া রাজ্যের সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যে পরদিন থেকেই জল ছাড়ার কাজ শুরু হয়ে যায়, তবে একটি পাইপের মাধ্যমে, এবং মূল স্রোতের ২৮ শতাংশ স্রোত আগামী ১৫ বছরের মধ্যে স্নোয়ি নদীতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

মারামবিজির উপত্যকায় যেমন চাষীরা বাস করেন তাঁরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। এখন তারা যে পদ্ধতিতে সেচ দেন, সেই পদ্ধতি বদলাতে হবে এবং এমনভাবে চাষের ক্ষেতে জল দিতে হবে যে একফোঁটা জলও যেন নষ্ট না হয়। মারে নদীর উপত্যকায় যাঁরা চাষ করেন, তাঁরা কিছুটা চিন্তিত । এসব চাষীদের মতে তাঁদের ভাগে জল এমনিতে কম পড়ে। স্নোয়িতে নতুন করে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা কম হয় নি-- এই স্কীমের জল যেমন নানা উদ্দেশ্যে লাগে (সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন), তেমনি অনেকগুলি এলাকার মধ্য দিয়েও চলে। বিশেষ করে দেশের ভেতরদিকে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমের শুকনো অঞ্চলের মানুষের এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। একবার স্নোয়ির পুনর্জন্মের কাজ শুরু হবে; পরিবেশবাদীদের বিশ্বাস যে স্নোয়ি হল প্রথম বড় পদক্ষেপ, বিপুল জয়। অস্ট্রেলিয়ান কনজারভেশন ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট পিটার গ্যারেট বলেন যে 'অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত নদীর জন্য এটি হল একটি প্রতীকী পদক্ষেপ'।

আমাদের এক্ষেত্রে কি শেখার আছে?

অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং নিয়মকানুন এমনিতেই খুব কড়া এবং তাদের কার্যকারী করার চেষ্টাও সরকারী তরফে সতত জারি আছে । এখানকার কোলিয়ারিগুলি যেভাবে পরিবেস সুরক্ষা করে কাজ করে তা দেখে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। শুধু তাই নয়, নিয়মকানুনের মধ্যে গাঁথা আছে 'স্থানীয় মানুষের স্থানীয় প্রাকৃতিক উপকরণের উপরে সবচেয়ে আগে অধিকার' -- বিষয়টি । স্থানীয় মানুষের সম্মতি ও অংশ গ্রহন ছাড়া কোনো বড় প্রকল্প এদেশের সরকার বা কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানি নিতে পারে না। এদেশে যত ইউরোপীয়রা এসে বাস করতে শুরু করেছেন স্থানীয় আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়ে, তাদের নানাভাবে মেরে-ধরে-শেষ করে, কোনায় ঠেলে দিয়ে, এখন তারও প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। গত মে মাসের শেষের দিকে হল 'করোবরী'(Corroboree) যাতে সাদা ও কালোরা হাতেহাত মিলিয়েছে। একসঙ্গে অনেকটা পথ পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটেছে, আর বলেছে 'Sorry' অর্থাৎ , অতীত কর্মের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। শুধু শুকনো 'দুঃখিত' নয়, আদিবাসীদের জমি ফেরৎ দেওয়া এবং জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়াও শুরু হয়েছে। অতীত অত্যাচারের নানা কেস এখন কোর্টে আসছে এবং মামলা হচ্ছে। তবে

এরপর তিনের পাতায়

এই দিকটা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের অন্ধকার দিক — ছোটখাটো পদক্ষেপ শুরু হলেও এপথে যাত্রা করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে বহু বছর লাগবে। তার আগে পরিবেশকে, এই মহাদেশের আশ্চর্য জীব জগৎকে বাঁচিয়ে রাখাতে, এখানে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে তার কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে অত্যাশ্চর্য লাগবে।

কিভাবে কিভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়? শুভবুদ্ধি; প্রবল ইচ্ছা এবং জনমত গড়ে তুলতে নিরলস চেষ্টার মাধ্যমে। আমরা দামোদর উপত্যকার লোকে অসহায় হয়ে দেখছি যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মত চলছে। খুব লাভ হয়, বড় কোম্পানী, বড় চোদ্দতলা বিল্ডি, । গরীব চাষী না পায় শীতে পরিশ্রুত মত জল, বর্ষায় না পায় বন্যার থেকে সুরক্ষা। আর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা তুলে লোক না-হাসানোই ভালো। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি, ডি.ভি.সি. অ্যাক্টে যা লেখা ছিল, রাখতে এই কর্পোরেশন বিফল হয়েছে। মাঝখান থেকে দামোদর নদীটাই মরে গেছে। স্নোয়ি ও দামোদর — দুই স্কীমের মিল অনেক, একটি শুরু ১৯৪৯- এ, অন্যটি ১৯৪৮-এ, অর্থাৎ দুটিই পঞ্চাশোর্ধ। সুপ্রতিষ্ঠিত স্কীম। দুই দেশেই প্রকল্পদুটি আধুনিক বিজ্ঞানের জয় ঘোষনা করেছে প্রকৃতির উপরে। দুটি প্রকল্পই একাধিক রাজ্যের মধ্যে একাধিক উদ্দেশ্যে জল বন্টন করে। পার্থক্য একটাই, তা হল স্নোয়ী হল সফল স্কীম, তা কাজ করেছে এবং সাধারন মানুষের কাজেও লেগেছে। আর দামোদর হল একটা নড়বড়ে, অসফল, অস্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান। দুটি ক্ষেত্রেই স্কীম করার সময়ে স্থানীয় মানুষের বুদ্ধি-পরামর্শ-সহযোগিতা নেওয়া হয় নি, কিন্তু আজ স্নোয়িতে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় মানুষেরাই সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁদের সামান্য আর্থিক ক্ষতি-অসুবিধা-সেচ-পদ্ধতিতে ক্লেশ সহ্য করেও।

স্নোয়ীর গল্প বললাম। এবার দামোদর উপত্যকার মানুষেরা, আপনারা একটু ভাবুন, আপনাদের কি করার আছে। প্রাণবন্ত নদীটাকে তো ডি.ভি.সি. একটা বালি-ভরা, মরা খাতে পরিণত করেছে। আপনারা কি নদীটাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য লড়াই করবেন? না ভাববেন, 'ওসব বিদেশে চলে, এখানে হয় না'। সাধারন মানুষ লড়ছে, পৃথিবীর সর্বত্র। আপনারা কেন পিছিয়ে থাকবেন?